জামালউদ্দিনের কফিনের সামনে বক্তব্য রাখছেন বড় ছেলে চৌধুরী ফরমান রেজা লিটন

অভিযুক্ত সরওয়ার জামাল নিজাম এমপি (গোল চিহ্নিত)

জামালউদ্দিন হত্যাকান্ড

আবারও অভিযুক্ত মারুফ নিজাম সরওয়ার জামাল নিজাম এমপি

বদরুল আলম নাবিল ও এ.কে. আজাদ

চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে একাধিকবার সাংবাদিক সম্মেলন, ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবে মানববন্ধন ও সর্বশেষ গত ১০ মার্চ চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে অপহৃত জামালউদ্দিনের কঙ্কালের জানাজা-পূর্ব সমাবেশে কান্নাজড়িত কণ্ঠে একই দাবি তুললেন জামালউদ্দিনের বড় ছেলে চৌধুরী ফরমান রেজা লিটন। তিনি তার বাবা হত্যার মূল ঘাতক আনোয়ারার সরকারদলীয় সাংসদ সরওয়ার জামাল নিজাম ও তার ছোট ভাই মারুফ নিজামের প্রকাশ্য বিচার ও ফাঁসির দাবি জানালেন আবারও। সেখানে অভিযুক্ত সাংসদসহ চট্টগ্রাম বিএনপির প্রায় সব নেতাই উপস্থিত ছিলেন। জনসমক্ষে এই দাবি জানাতে গিয়ে এখন চট্টগ্রাম বিএনপি নেতাদের এক অংশের তোপের মুখে পড়েছেন নিহতের পরিবার। অবশ্য জানাজায় উপস্থিত বিএনপি নেতা ও প্রশাসনের কঠোর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এছাড়াও আনোয়ারায় জামালউদ্দিনের জানাজা পড়তে দেবে না এবং জানাজায় গন্ডগোল বাধাবে আনোয়ারাবাসীর পক্ষ থেকে মোবাইলের মাধ্যমে এমনই আগাম সংবাদ বারবার জানানো হয় জামালউদ্দিনের বড় ছেলে লিটনের কাছে। পরে সাংসদ সমর্থিতরা পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে অবশ্য গন্ডগোল করেনি বলে সূত্রটি জানিয়েছে।

জামালউদ্দিন অপহরণের পর থেকেই তার পরিবারের পক্ষ থেকে ঘটনার মূল নায়ক হিসেবে আনোয়ারার সরকারদলীয় সাংসদ সরওয়ার জামাল নিজাম ও তার ছোট ভাই মারুফ নিজামের নাম বলে এলেও প্রশাসন এ ব্যাপারে কোনো কর্ণপাতই করেনি। বরং প্রশাসনের সহযোগিতায় অপহরণের মূল নায়ক মারুফ নিজাম বেশ আগেভাগেই এ মামলা থেকে উচ্চ আদালত থেকে জামিন নিয়ে বসে আছে। জামালউদ্দিন পরিবারের মতে, অপহরণকারী চক্রের গডফাদার সাংসদ সরওয়ার জামাল নিজামের উপস্থিতিতে জামালউদ্দিনের জানাজা সম্পন্নের খবরটি সারা চট্টগ্রামে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। 'ওরা খুনি, ওরা ঘাতক, ওরা হিংস্র, তার পরও এরা পার পাবে। কারণ তারা সমাজের প্রভাবশালী ও সাংসদ, তারা আমাদেরও খুন করার দাপট ও সাহস রাখে। তবুও যত দিন বেঁচে আছি স্বামী হত্যাকারীদের বিচার ও ফাঁসির দাবি জানাবো'। গত ১০ মার্চ কোতোয়ালি থানা থেকে ডিএনএ টেস্ট শেষে জামালউদ্দিনের কঙ্কাল হস্তান্তরের পর নগরীর চান্দগাঁওস্থ বাসায় নিয়ে যাওয়ার পর জামালউদ্দিনের পুরো পরিবারে

'যদি প্রমাণ হয় সরওয়ার জামাল হত্যাকারী তার শাস্তি হোক, এমনকি ফাঁসিও হতে পারে'

আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী *এমপি*

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনারা একটা বিবৃতি দিয়েছেন যে, জামালউদ্দিনের পরিবার সাংসদ সরওয়ার জামাল নিজামকে হত্যাকারী হিসেবে বলছে, তা মিথ্যা বানোয়াট। ধৃত আসামিরাই তো তাদের নাম বলেছে?

আমির খসরু : বানোয়াট আমরা বলিনি। আমরা বলছি বিষয়টি যেহেতু বিচারাধীন আছে তাই প্রমাণ না হওয়ার আগে এসব কথা বলা হবে কেন । তদন্তে যদি প্রমাণ হয় সরওয়ার জামাল হত্যাকারী তার শাস্তি হোক, এমনকি ফাঁসিও হতে পারে। কিন্তু বিরোধী দলের প্ররোচনায় ওরা এসব বলছে। যেহেতু কারো প্ররোচনায় বলছে, তাই এটা মিথ্যা ধরতে হবে। সবাই জানে কাদের প্ররোচনায় ওরা এসব বলছে। বিরোধীরা চাচ্ছে এটাকে ইস্যু করে বিএনপিকে বেকায়দায় ফেলতে। আমরা তা হতে দিতে পারি না।

২০০০ : তারা তো বলছে আমরা পিতৃহত্যার বিচার চাই?

আমির খসরু : বিচার আমরাও চাই। কিন্তু জানাজাতে এরকম রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তব্য কেন দেবে? আমরা সবাই সেখানে ছিলাম। এটা বলে আমাদের অপমান করা হলো না?

কান্নার রোল ওঠে। এ কান্নাকাটি চান্দগাঁওয়ের আকাশ-বাতাসকে ভারী করে তোলে। জামালউদ্দিনের স্ত্রী বারবার কান্নায় মূর্ছা যান। কান্নার এক পর্যায়ে স্বামী হত্যার মূল নায়ক সাংসদ সরওয়ার নিজাম ও মারুফ নিজামকে উদ্দেশ করে উপরোক্ত কথাগুলো সাপ্তাহিক ২০০০-কে বিলাপের সঙ্গে বলেছিলেন জামালউদ্দিনের স্ত্রী নাজমা আক্তার খানম।

চাঞ্চল্যকর জামালউদ্দিন চৌধুরী অপহরণ ও হত্যা মামলার তদন্তে অগ্রগতি হলেও অধিকাংশ আসামি এখনো ধরা পড়েনি। তদন্তে নাম বেরিয়ে আসা ১৬ আসামির মধ্যে কারাগারে

'ওরা খুনি ওরা ঘাতক ওরা হিংস্র তারপরও এরা পার পাবে, কারণ এরা সমাজের প্রভাবশালী ও সাংসদ'

জামালউদ্দিনের স্ত্রী নাজমা আক্তার খানম

রয়েছে মাত্র ৫ জন। বাকি ১০ জনই পলাতক। মারুফ নিজাম জামিনে। মামলাটির তদন্তের দায়িত্ব সিআইডির হাতে হলেও মূলত চট্টগ্রাম র‍্যাব তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। র‍্যাব ৭-এর সদস্যরা ৩ আসামি শহিদ চেয়ারম্যান, কালা মাহবুব ও শফিকে গ্রেপ্তার এবং দুর্গম পাহাড়ি এলাকা থেকে কঙ্কাল উদ্ধার করে প্রায় চাপা পড়ে যাওয়া এ মামলাটিকে আলোর মুখ দেখিয়েছে। র‍্যাবের হস্তক্ষেপেই জামালউদ্দিন অপহরণ ও হত্যার রহস্য উন্মোচিত হয়। ডিএনএ পরীক্ষায় প্রমাণিত হওয়ার পর গত ১০ মার্চ জামালউদ্দিনের কঙ্কাল কোতোয়ালি থানা থেকে পরিবার গ্রহণ করে। এর পরই প্রথমে চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে, পরে পটিয়ার এ জে চৌধুরী কলেজ মাঠে, মোহছেন আউলিয়া মাজার প্রাঙ্গণে এবং সর্বশেষ আনোয়ারা উপজেলার ঝিবাশি হাইস্কুল মাঠে হাজার হাজার শোকার্ত মানুষের অংশগ্রহণে জানাজা হয়। তারপর আনোয়ারার বারখাইন ইউনিয়নের ঝিওরী গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। অন্যদিকে, অপহৃত ও নিহত বিএনপি নেতা জামালউদ্দিন চৌধুরীর কঙ্কাল দেখে গত শনিবার আনোয়ারাবাসী যেমন কেঁদেছে, তেমনি ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। তারা মিছিল করে স্থানীয় সাংসদ সরওয়ার জামাল নিজাম ও তার ভাই মারুফ নিজামের ফাঁসি চেয়ে স্লোগান দেয়।

এই হত্যাকান্ড নিয়ে চট্টগ্রাম বিএনপির রাজনীতিতে বড় বিভাজন দেখা দিয়েছে। গত ১১ মার্চ চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহবায়ক হুইপ সৈয়দ ওহিদুল আলম ও সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীসহ কয়েকজন বিএনপি নেতা লিটনের প্রকাশ্য বিচার দাবিতে ক্ষিপ্ত হয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। তারা বলেছেন, ঐ বক্তব্য বানোয়াট। তবে এতে মন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমানসহ অন্য মন্ত্রীরা স্বাক্ষর করেননি। অন্যদিকে এখন সাংসদ নিজামকে আনোয়ারাতে ঠেকাতে এবং জামালউদ্দিন অপহরণের প্রতিশোধ নিতে স্থানীয় বিএনপির অনেকেই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে চান।

বি. দ্র.- আমরা সরওয়ার জামাল নিজামের সঙ্গে কথা বলার জন্য মোবাইলে বারবার ফোন করেছি কিন্তু তিনি রিসিভ করেননি।

'সাংসদ সরওয়ার জামাল নিজাম ও তার ভাই মারুফ নিজাম বাবাকে খুন করিয়েছে'

চৌধুরী ফরমান রেজা লিটন

নিহত জামালউদ্দিনের পুত্র

সাপ্তাহিক ২০০০ : চট্টগ্রাম বিএনপির নেতারা আপনাদের বক্তব্যকে বানোয়াট বলে বিবৃতি দিল। কারণ কি?

লিটন : তা তারাই ভালো বলতে পারবে। আমি শুধু আমার বাবার হত্যাকারীদের বিচার চেয়েছি। এটুকু চাওয়ার অধিকার কি আমাদের নেই? তিনি অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি বলেই তার এই পরিণতি হয়েছে। আপনারা জানেন, আনোয়ারা আসনটি ছিল আওয়ামী লীগের। আমার বাবা অনেক পরিশ্রম করে বিএনপিকে আনোয়ারাতে শক্তিশালী করেছেন। বাবার জনপ্রিয়তায় ভীত হয়েই সাংসদ সরওয়ার জামাল নিজাম ও তার ভাই মারুফ নিজাম বাবাকে খুন করিয়েছে। এটা আমাদের কথা নয়, যেসব আসামি ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে কালা মাহবুব ও অমর দাশ মিডিয়াতে প্রকাশ্যে এ কথা বলেছে। এনটিভি, এটিএন বাংলা ও চ্যানেল আইতে দেখানো হয়েছে। আবার যদি সে ফুটেজগুলো দেখানো হয় তবে দেশবাসী আবার দেখতে পারবে। সরওয়ার জামাল নিজাম এই মামলায় আটক আসামিদের একজন শাজাহান চেয়ারম্যানের সঙ্গে কারাগারে কথা বলতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। তা সব পত্রিকায় ছাপা হয়।

২০০০ : বিএনপি নেতারা বলছেন, আপনারা বিরোধী দলের প্ররোচনায় এভাবে অভিযোগ করছেন?

লিটন : এটা আমাদের কথা নয়, আসামিরাই বলেছে। বিরোধী দলের দ্বারা আমরা প্ররোচিত হবো কেন? তাদের ক্ষমতা আছে বলছে। মিডিয়া আমাদের সঙ্গে ছিল বলে তিন বছর পরে আমার বাবার কঙ্কালটির জানাজা পড়তে পেরেছি, কবর দিতে পেরেছি না হয় তাও পেতাম না। আমার বাবার সঙ্গে আরো দু'জন গুম হয়েছেন। তাদের কঙ্কাল কিন্তু এখনো পাওয়া যায়নি।

২০০০ : আগামী নির্বাচনে আপনার পরিবারের কারো প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি?

লিটন : রাজনীতির জন্য অনেক ত্যাগ করেছে আমার পরিবার। সব হারিয়েছি। কিছুই পাইনি আমার বাবার কঙ্কাল ছাড়া। রাজনীতি করা বা নির্বাচন করার কোনো ইচ্ছা আমাদের নেই। শুধু পিতৃহত্যার বিচার চাই।

'রাজনৈতিক ফায়দা নিতে আমাদের দুই ভাইকে খুনি বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে'

মারুফ নিজাম

সাপ্তাহিক ২০০০ : জামালউদ্দিনের হত্যাকারী হিসেবে আপনাদের দুই ভাইয়ের নাম আবারও প্রকাশ্যে বললো তার ছেলে।

মারুফ নিজাম : বিষয়টি বিচারাধীন আছে। মন্তব্য করার উপায় নেই। সবাই এটা জানে রাজনৈতিক ভাবে হেয় করার জন্যই এসব বলা হচ্ছে।

২০০০ : ধৃত আসামিরাই তো আপনাদের নাম বলেছে।

মারুফ : আপনি কি নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ১৬৪ ধারার জবানবন্দিতে কি তারা এসব বলেছে? আদালতেই প্রমাণ হবে আসল ঘটনা কী।

২০০০ : মিডিয়াতে এসেছে। টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে দেখানো হয়েছে।

মারুফ : বললাম তো আমাদের রাজনৈতিকভাবে হেনস্থা করার জন্য আরো কত কি হচ্ছে। আপনি আমাদের এলাকায় এসে খোঁজ খবর করলেই জানতে পারবেন।